শিক্ষাখাতের বাজেট পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia

জুন, ২০২৩

ভূমিকা

রূপকল্প ২০৪১ একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যার লক্ষ্য ২০৩১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। "সকল স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি" অঙ্গীকারকে সামনে রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন শিক্ষিত জনগোষ্ঠি। তাই সকল স্তরের মানসম্মত সার্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে এ খাতটি সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। বিগত তিন অর্থবছরে করোনা মহামারীতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের শিক্ষাখাতও বিপর্যস্ত হয়েছে। ফলে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকার অন্যান্য খাতসহ শিক্ষাখাতের জন্য পাঁচবছর মেয়াদী (২০২১-২৫) রোডম্যাপ তৈরি করেছে।

এ রোডম্যাপের আওতায় তাৎক্ষণিক এবং স্বল্প মেয়াদে পাঁচটি বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। মোটা দাগে এগুলো হলো - মিশ্র পদ্ধতিতে চালু শিক্ষা ব্যবস্থাকে তরান্বিত করা; অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং সার্বিক অংশগ্রহনের মাধ্যমে মিশ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলা; প্রযুক্তিখাতের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটানো; গ্রামাঞ্চলের ঝরে পড়া রোধে গ্রুপ এডুকেশন মেথোড বা দলগত শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা; এবং বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, যেটা ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

শিক্ষার্থীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসহ যেকোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সক্ষমতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে, যা বিগত কয়েক বছরের বাজেট বরাদ্দের দিকে তাকালে দেখা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় অবকাঠামো উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার, উপবৃত্তি, পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য উপকরণ বিতরণ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষন, ডিডিটালাইডেশন এবং বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম এখাতে পরিচালিত হচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দরকার স্মার্ট শিক্ষাব্যবস্থা। এ উদ্দেশে শিক্ষাখাতকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে ২০২৩ সাল থেকে নতুন কারিকুলাম প্রনয়ণ করা হয়েছে। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এই নতুন কারিকুলামের মূল উদ্দেশ্য। ২০২৩ সালে এখন পর্যন্ত সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সবার মধ্যে সর্বমোট ৯,৬৬,০৮,২৪৫-টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষাখাতের এবারের বাজেট বরাদ্দ

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট বাজেটের ১৪ শতাংশ দেয়া হয়েছে। গত ১০ বছর ধরেই গড়ে এই প্রবণতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তি সম্পর্কিত অন্য দুটি বিভাগ/মন্ত্রনালয়ের (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ) বরাদ্দ বাদ দিলে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ দাড়ায় ৮৮ হাজার ১৬২ কোটি টাকা (যা মোট বাজেটের প্রায় ১২ শতাংশ)। জিডিপিতে শতাংশ হিসেবে শিক্ষাখাতের বাজেট দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। চলতি বছরে জিডিপির ১.৮৩ শতাংশের পরিবর্তে এর পরিমান কমে আসন্ন বছরে এটি হয়েছে ১.৭৬ শতাংশ।

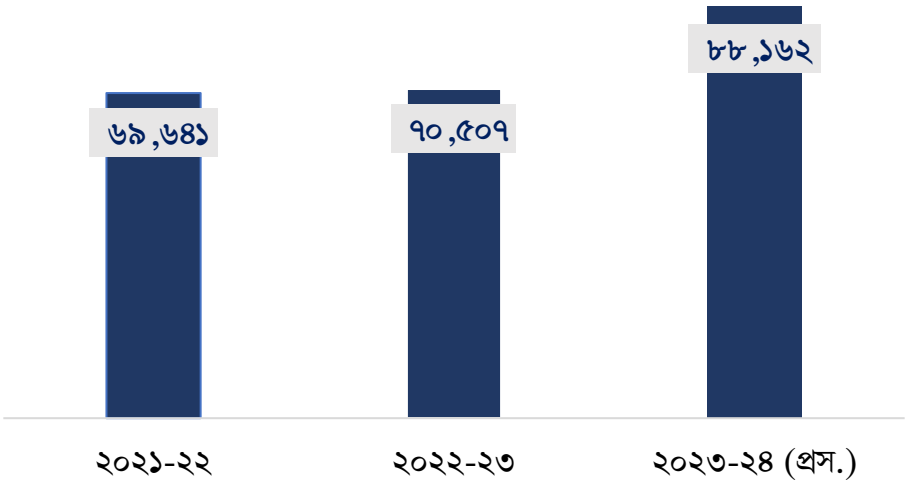

চিত্র ১: শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

শিক্ষাখাতের বাজেটের পরিচালন ব্যয় হিসেবে প্রায় ৬৪ শতাংশ রাখা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটের মতো এবারের বাজেটেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ পেয়েছে মোট শিক্ষাখাতের বরাদ্দের অর্ধেক অংশ (৪৯ শতাংশ)। প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৩৪ হাজার ৭২২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট শিক্ষা বাজেটের প্রায় ৪০ শতাংশ। অন্যদিকে, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য বরাদ্দ রয়েছে মোট বাজেটের ১২ শতাংশের কম। যেহেতু কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হার বাড়ানো উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে, এই উপখাতে বরাদ্দ বাড়ানো বিষয়ে ভাবা যেতে পারে।

শিক্ষাখাতের বাজেটে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয়

এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমান ৩৪ হাজার ৭২২ কোটি টাকা। মাঠ পর্যায়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ সহায়ক উপকরণ ক্রয় ও বিতরণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে সরকার অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী দেওয়াও অব্যাহত আছে। এ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির উপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নতুন কারিকুলামের জন্য শিক্ষকদের আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষাদানে উদ্বুদ্ধ করতে নির্বাচিত ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২৩ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত খেলার মাঠ উন্নয়ন করা হবে। চলমান স্কুল ফিডিং কার্যক্রম শেষ হয়ে যাওয়ায় "প্রাইমারি স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম (জুলাই ২০২৩ - ২০২৬) প্রণয়নের কাজ চলছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা বাজেটে শিক্ষার্থীদের তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে এবং পাঠদান আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায় ৬৫ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ১২ হাজার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার বাড়াতে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত এক দশকে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৭.৬ শতাংশে উন্নীত

হয়েছে। তবে, এ শিক্ষা খাতটি সম্প্রসারণের আরও সুযোগ এখনও রয়েছে। শিক্ষাখাতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে জিডিপির শতাংশ হিসেবে শিক্ষায় বরাদ্দের বিচারে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের তুলনায় পিছিয়ে আছি (দক্ষিণ এশিয়ার গড় ২.৮৫%, আমাদের গড় ১.৯৭%)।

চিত্র-২: বাজেটের এর উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ সমূহ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

১. শিক্ষার্থীদের স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদানের আওতায় ৫০ হাজারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল সেটআপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২. আইসিটি বিষয়ে ৮০০ সরকারি কর্মকর্তা এবং একলাখের বেশি শিক্ষককে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

১. গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে সরকার শিক্ষকদের ট্রেনিং অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে "নিউট্রিশন ক্লাব" গঠন করা হয়েছেএ

২. অনলাইনে যেকোন স্থান থেকে সেবা নিশ্চিত করতে সিটিজেন চার্টারভুক্ত ১৩৮টি সেবা অনলাইনে (My Gov) চালু করা হয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

১. ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে সকল পর্যায়ে সাধারণ কারিকুলামের সাথে অন্তত একটি ভকেশনাল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২. সকল কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি, ও তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ

সরকার পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য উচ্চ সম্পদশালী শ্রমশক্তি তৈরিতে শিক্ষাখাতের উন্নয়নের উপর এবারের বাজেটে বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। মোট এডিপির ৪.৬ শতাংশ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, ৫.৪ শতাংশ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এবং ১.১ শতাংশ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় বরাদ্দ করা হয়। তবে, কয়েক বছরের বাজেট বরাদ্দের চিত্রে খুব একটা পরিবর্তন দেখা যায়নি। ফলে, গড়ে এই বরাদ্দের হার এডিপির প্রায় ১১ শতাংশের মতোই রয়ে গেছে।

২০২৩ -২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) - তে শিক্ষা সেক্টর এ ১০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৯ হাজার ৮৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চলমান এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৯৬ টি বিনিয়াগে এবং ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য ২২৪৮ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ করা হয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিকীতে শিক্ষা ক্ষেত্রে এডিপির প্রক্ষেপণ অনুসারে মোট শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে হবে ৪০২.২ বিলিয়ন টাকা। ৮ম পঞ্চবার্ষিকীর প্রক্ষেপন অনুসারে ২০২৩-২৪ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট ৩২৫ বিলিয়ন টাকা ধারণা করা হলেও ২০২৩-২৪ এর প্রস্তাবিত শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট ২৯৮ বিলিয়ন টাকা যা প্রক্ষেপণ এর তুলনায় কম (২৭ বিলিয়ন টাকা কম)।

চিত্র ৩: চার বছরের এডিপি'তে শিক্ষাখাতের মোট বরাদ্দের অংশ

উপসংহার

স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় চারটি মূল স্তম্ভ রয়েছে, যার মধ্যে স্মার্ট সিটিজেন অন্যতম। স্মার্ট সিটিজেন তৈরিতে দরকার স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা। এ লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষাখাতে বাজেট গতানুগতিক রাখা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত সেটা ভেবে দেখা দরকার। জিডিপির শতাংশে এখাতের বাজেট ছোট হয়ে এসেছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপের প্রেক্ষাপটে কোন কোন খাতের ব্যয় কাটছাট করে সেই সম্পদ শিক্ষার মতোন অগ্রাধিকার খাতে পুনর্বন্টনের পরিকল্পনা বাজেট বাস্তবায়নকারিদের চিন্তা করার সময় এসেছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং করোনা মহামারির জন্য শিক্ষাখাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ততা উত্তরণের জন্য সবারই প্রত্যাশা ছিল এবারের বাজেটে শিক্ষায় বেশি গুরুত্বারোপ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী বরাদ্দ বাড়ানো হবে। এবারের বাজেটে তার প্রতিফলন না ঘটলেও বরাবরের মতো এ বাজেটেও বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষতাবর্ধক, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা সহায়ক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জুরুরি পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত আছে।

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক পরিচালিত 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা। এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে "ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড"।

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia